সমকাল

তারিখ ...30 OCT 2016...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...২...

বিনামূল্যের পাঠ্যবই

সরকার কা মাল...

কেজি দরে বিক্রি হবে বিনামূল্যের পাঠ্যবই– এমন একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে শনিবারের সমকালে। জেলা ও উপজেলাগুলোর গুদামগুলোতে প্রায় ২৯ কোটি পাঠ্যবই মজুদ রয়েছে। কেন এত বই মজুদ রয়েছে, তার উত্তর সহজ– প্রয়োজনের তুলনায় বেশি বই ছাপা হয়েছে। বছরের পর বছর আমরা পাঠ্যবই সময়মতো প্রকাশ না হওয়ার কারণে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন ব্যাহত হতে দেখেছি। এক শ্রেণির প্রকাশকের কাছে পাঠ্যবই ছিল অন্যায় ব্যবসার উৎস। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর সরকার থেকে বিনামূল্যে সব ছাত্রছাত্রীকে পাঠ্যবই প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের তত্ত্বাবধানে বছরের পর বছর ধরে এ কাজটি সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। সময়মতো ছাত্রছাত্রীরা প্রতি বছর নতুন শ্রেণিতে সরকারের দেওয়া নতুন বই নিয়ে প্রবেশ করছে। এ ধারা অব্যাহত থাকবে– এটাই প্রত্যাশা। বইয়ের বিষয়বস্তু ও প্রকাশনার মান নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। এরও সমাধান চাই। সমকালের প্রতিবেদনে কয়েক বছর ধরে গুদামে বই পড়ে থাকার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, সেটাও উদ্বেগজনক। এর মূল কারণ সম্ভবত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বাড়তি চাহিদা পাঠানো। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যে শিক্ষা অফিস রয়েছে তারাও 'মাছি মারা কেরানির মতো' দায়সারা কাজ করে। সম্ভবত তারা সবাই নিরাপদ অবস্থানে থাকতে চায়, যেন বইয়ের ঘাটতির অভিযোগ না ওঠে। কিন্তু এতে যে রাষ্ট্রীয় সম্পদের বিপুল অপচয় হচ্ছে, তার দায় কে নেবে? ২০১০ সাল থেকে প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীরা বই পাচ্ছে সরকারি ব্যবস্থাপনায়। এতদিনেও সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোর চাহিদা সঠিকভাবে কেন নির্ধারণ করা যাচ্ছে না, তার তদন্ত হওয়া উচিত। সরকার কা মাল, দরিয়া মে ঢাল– এটা প্রবাদ। বিনামূল্যের পাঠ্যবই প্রকাশনা ও বিতরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের একটি অংশ সে প্রবাদ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কবে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে কে জানে!